ডিজএবিলিটি ল’ প্যারালিগ্যাল ১০১ কোর্স (অনলাইন)

ডিজএবিলিটি ল’ ক্লিনিক

[৬ষ্ঠ কোহর্ট]

Table of Contents

কোর্সের পটভূমি 2
কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল 3
কোর্সের স্থায়িত্ব ও সময়সূচী 4
এই কোর্সে কারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন? 5
প্রশিক্ষক কে? 5
কোর্স ফি 5
কোর্স ফি কিভাবে পরিশোধ করবেন? 5
কোর্সে রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি ও সময়সূচী 5
ক্লাশ শুরু ও শেষ কোন তারিখে? 6
কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা 6
ভাষা 6
প্রবেশগম্যতা ও রিজনেবল একোমোডেশন 6
কোর্স আউটলাইন ও মেথডোলজি 6
ডিজএবিলিটি ল’ প্যালালিগ্যাল কমিউনিটি অব প্র্যাকটিস 7
যোগাযোগ 8

কোর্সের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অদ্যাবধী অসংখ্য আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। এ সকল আইনী বিধিবিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পণা তৈরী করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায় থেকে সচিবালয় পর্যন্ত চার স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রায় সহস্রাধিক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা সহ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই বৈষম্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ সহ স্বল্প সময়ে বিনা খরচে প্রতিকারের কঠোর ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পদ আত্মসাৎ কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ডের বিধান রেখে আইন পাশ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেসবুক সহ গণমাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হলে সেটিও তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ। মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যেকোনো ফৌজদারি অপরাধের বিচার তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ রাখার বিধান থাকলেও আমাদের এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ বেআইনীভাবে কারাগারে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিকিৎসার নামে আটকে রাখা হয়, এমন কি পরিবারের সদস্যরা তাদের সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য ভুল ঠিকানা দিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে ফেলে আসেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে সুনির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণের আইন থাকা সত্বেও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা চাকুরি না পেয়ে বেকার ও মানবেতর জীবন যাপন করছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারনে বৈষম্য না করার বিধান থাকলেও আমাদের প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক সেবা, কেয়ারগিভারের খরচ সহ বিভিন্ন খরচ বহনের জন্য পরিবারের সদস্যদের নগদ সহায়তা দেয়ার আইন থাকলেও বাস্তবে এই সুবিধা কেউ পাচ্ছেন না। ফলে, পরিবারের সদস্যদের দ্বারা অধিকাংশ সময় তারা নিগৃহীত হচ্ছেন কারণ পরিবারের সেই ব্যয় বহনের সামর্থ নেই। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিভাবকগণ সর্বদা আতঙ্কে থাকেন কারণ এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ গণপরিসরে ব্যাপকভাবে মারধর ও নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকেন। এই ভয়ে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং তারা সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে মানবেতর ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্ণীতিগ্রস্ত, এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের দায়িত্বপালনে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সংগ্রহ করে এই দুর্নীতিবাজদের জবাবদীহীতার আওতায় আনার ব্যবস্থা থাকলেও আইনী সচেতনতার অভাবে সেই ব্যবস্থা কেউ গ্রহণ করছে না।

উপরোক্ত প্রতিটি সমস্যা নিরসনে আইনী প্রতিকার থাকবার পরেও আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেনা। এর একটি বড় কারণ আইনী তথ্য সম্পর্কে তারা অবগত নন। কিভাবে এই প্রতিকার

সহজে ও বিনামূল্যে লাভ করা যাবে সেই তথ্য ও প্রক্রিয়া জানা না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। গণহারে অধিকার লঙ্ঘিত হবার ফলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ ও তাদের পরিবার ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পরছেন। দেশের অর্থনীতিতেও এর কুপ্রভাব পড়ছে।

আমাদের নিকট শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র আইনী তথ্য জানা থাকার সুবাদে, মামলা না করেও নিজের অধিকার আদায় করতে পেরেছেন। চাকরি পেয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন, জমি-জমা উদ্ধার করতে পেরেছেন, ভাতা পেয়েছেন।

অন্যদিকে, যে সকল দেশী ও বিদেশী সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছে সেই সকল সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিগণ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রচলিত আইন সম্পর্কে অবগত না থাকায় এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করছেন বা প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করছেন যাতে একদিকে অর্থের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে নিরলস পরিশ্রম করা সত্ত্বেও অনেকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের চমৎকার উদ্যোগসমূহ ব্যর্থ হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বাংলাদেশের আইন ও প্রতিকার সম্পর্কে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভালো ধারণা থাকলে হয়তো তাদের নিরলস পরিশ্রম অধিক ফলপ্রসূ হতো।

এমতাবস্থায়, ডিজএবিলিটি ল’ ক্লিনিক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বেসিক আইনী তথ্য প্রদান ও দক্ষতা তৈরীর জন্য ডিজএবিলিটি ল’ প্যারালিগ্যাল ১০১ কোর্স পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কোর্স সম্পন্ন করার পর যেকোনো অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যেকোনো আইনী সমস্যা সমাধানে প্রাথমিক আইনী সেবা ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। প্রশিক্ষিত প্যারালিগ্যাল ফোর্স প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করছি।

কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল

এই কোর্সের লক্ষ্য হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তি ও সংস্থার কর্মীদের বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইন, আদালত ও বিচারিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান করা।

কোর্স সম্পন্নকারী ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেনঃ

- বাংলাদেশের সংবিধান থেকে শুরু করে প্রচলিত আইনী কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করবেন। আইনগুলো কোথায় পাওয়া যাবে সেটি জানতে পারবেন।

- অধ:স্তন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত আদালত-পরিচিতি এবং আদালতের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- আদালত ব্যতিত অন্যান্য কুয়াসি-জুডিশিয়াল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- একসেস টু জাস্টিস বা ন্যায়বিচার লাভের জন্য কি কি করণীয় সে বিষয়ে ধারণা লাভ করবেন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কি কি অধিকার ও প্রতিকার রয়েছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।
- প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক যেকোনো প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়নে দক্ষতা অর্জন করবেন।
- বিনামূল্যে আইনী সেবা লাভের প্রক্রিয়া ও এরূপ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- তথ্য অধিকার আইনে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য লাভের পদ্ধতি জানতে পারবেন। নিজের ও অন্যের প্রয়োজনে এই সব তথ্য আইনী প্রক্রিয়ায় নিজেই বের করতে পারবেন। তথ্য কমিশনে শুনানী করতে পারবেন।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা, কমিশনের নিকট দাখিলের জন্য অভিযোগ লিখার কলাকৌশল, অভিযোগ দাখিল ও শুনানী করতে পারবেন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটির নিকট বৈষম্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং অভিযোগপত্র তৈরী ও দাখিলে সক্ষম হবেন। কমিটির সম্মুখে নিজের অভিযোগের বিষয়ে নিজেই শুনানী করতে পারবেন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী সমস্যায় প্রাথমিক আইনী সেবা ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।
- ডিজএবিলিটি ল’ প্যালালিগ্যাল কমিউনিটি অব প্র্যাকটিসের সদস্য হিসেবে গ্রুপে সারাবছর বিভিন্ন ইস্যুতে আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইন ও অধিকার বিষয়ে নিত্য-নতুন আইনী বিধি-বিধান সম্পর্কে নিজেকে বছর জুড়ে আপডেটেড রাখতে পারবেন।

কোর্সের স্থায়িত্ব ও সময়সূচী

- প্রতি সপ্তাহে দু’টো করে চার সপ্তাহে মোট আট টি ক্লাশ হবে। ৬ষ্ঠ কোহর্টের ক্লাশগুলো **শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৭.০০টা** থেকে রাত **৯.০০টা** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রতি ক্লাশের মেয়াদ দু’ঘন্টা করে মোট ষোল ঘন্টা ক্লাশ হবে।
- ক্লাশের বাহিরে রিডিং এসাইনমেন্ট থাকবে।

এই কোর্সে কারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও প্রতিকার বিষয়ক আইনী বিধিবিধান সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক যেকোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনের নেতা-কর্মী, পেশাজীবী, চাকুরিজীবী ও এনজিও কর্মী এই কোর্সের ৬ষ্ঠ কোহর্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

প্রশিক্ষক কে?

মোহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী, আইনজীবী, সুপ্রীমকোর্ট অব বাংলাদেশ অত্র কোর্সটি পরিচালনা করবেন। জনাব রেজাউল করিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম সম্পন্ন করেছেন ২০০৬ সালে। বিগত ১৮ বছর যাবৎ তিনি দেশী-বিদেশী সংস্থায় একসেস টু জাস্টিস, লিগ্যাল এইড এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে গবেষণা, এডভোকেসি, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্বপালন করছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়ে তিনি একাধিক বই লিখেছেন এবং তার লিখা আর্টিকেলসমূহ দেশী-বিদেশী জর্নাল ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রেজাউল করিম সিদ্দিকী একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ https://rejaulsiddiquee.com/

কোর্স ফি

এটি একটি পেইড কোর্স। কোর্সের মান ঠিক রাখা এবং কোর্স পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই কোর্সের জন্য নিম্নরূপ স্লাইডিং কোর্স ফি স্ট্রাকচার নির্ধারণ করা হয়েছে।

- এনজিও, আইএনজিও তে কর্মরত সিনিয়র ব্যক্তিদের জন্য কোর্স ফি ৩৫০০ টাকা।
- এনজিও, আইএনজিও তে কর্মরত তরুণ কর্মীদের জন্য কোর্স ফি ৩০০০ টাকা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ওপিডি সদস্যদের জন্য কোর্স ফি ২৫০০ টাকা।

কোর্স ফি কিভাবে পরিশোধ করবেন?

- **+৮৮০ ১৭৩২১০৬৩৭৯** নম্বরে **বিকাশ** ও **নগদ** অ্যাপের মাধ্যমে কোর্স ফি পরিশোধ করা যাবে।

কোর্সে রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি ও সময়সূচী

- ৬ষ্ঠ কোহর্টে রেজিস্ট্রেশন চলছে। রেজিস্ট্রেশন *শেষ হবে ৮ মে ২০২৫ তারিখ। আপনি* ৬ষ্ঠ কোহর্টে অংশগ্রহণে আগ্রহী হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি গুগল ফরম প্রেরণ করব। কোর্স ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ফরম টি

যথাযথভাবে পূরণ করে পাঠালে আমরা আপনাকে মানি রিসিপ্ট, ক্লাশে অংশগ্রহণের লিঙ্ক সহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করব।

ক্লাশ শুরু ও শেষ কোন তারিখে?

- **৬ষ্ঠ কোহর্টের** ক্লাশ ৯ মে ২০২৫ তারিখ শুক্রবার শুরু হয়ে ৩১ মে ২০২৫ তারিখ শনিবার শেষ হবে।

কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা

এই কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোনো ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আইনী শিক্ষার প্রয়োজন নেই, কারণ এই কোর্সটি ইনক্লুসিভ পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সুরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

ভাষা

কোর্সটি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে।

প্রবেশগম্যতা ও রিজনেবল একোমোডেশন

সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার তথা বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাংলা ইশারা ভাষা অনুবাদকারী নিশ্চিত করা হবে। কোর্সটি সাধারণ ও সহজ ভাষায় ধীরগতিতে পরিচালিত হবে যাতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য ও সহজবোধ্য হয়। এছাড়াও কোর্সে অংশগ্রহণকারীর চাহিদা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে রিজনেবল একোমোডেশন প্রদান করা হবে।

কোর্স আউটলাইন ও মেথডোলজি

চারটি মডিউলের সমন্বয়ে কোর্সটি গঠিত। প্রতিটি মডিউলের জন্য দু'টো ক্লাশ তথা মোট আট টি ক্লাস হবে। প্রতিটি মডিউলের প্রথম ক্লাস তাত্ত্বিক আলোচনা ভিত্তিক, এবং পরের ক্লাশটি প্র্যাকটিস নীর্ভর হবে। প্র্যাকটিস ক্লাশে বাস্তব ঘটনার আলোকে বিভিন্ন কেইস বা আইনী সমস্যা দেয়া হবে এবং গ্রুপে আলোচনা করে সেই কেইস সমাধান করতে হবে। প্রতিটি ক্লাশের জন্য দু'ঘন্টা হিসেবে মোট ষোল ঘন্টায় পুরো কোর্সটি সম্পন্ন হবে।

- **মডিউল ১: বাংলাদেশের আইনী কাঠামো**
    - আইন কি, আইনের শ্রেণী বিভাগ (সাবস্টেনটিভ, প্রসিডিউরাল, স্পেশাল আইন ইত্যাদি)
    - কোর্ট পরিচিতি, কোর্টের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র
    - কুয়াসি-জুডিশিয়াল প্রতিষ্ঠান
    - একসেস টু জাস্টিসের ধাপ সমূহ ও ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে করনীয়সমূহ।
- **মডিউল ২: প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইন**
    - কনভেশন অন দ্যা রাইটস অব পারসন্স উইদ ডিজএবিলিটিস (সিআরপিডি)
    - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
    - নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩
    - প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক অন্যান্য আইন, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি
- **মডিউল ৩: বিনামূল্যে আইনী সহায়তা, তথ্য অধিকার আইন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**
    - আইনী সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০
    - তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
    - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯
- **মডিউল ৪: আইন প্রয়োগ ও পদ্ধতি**
    - অধস্তন আদালত ও উচ্চ আদালতে মামলা, রিট ও জনস্বার্থ মামলা
    - বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি
    - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরনের অভিযোগ (ড্রাফটিং, ধারাবাহিক কার্যপদ্ধতি ও শুণানী)

কোর্সটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ১৫ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্রিফিং মিটিং এর রেকর্ডেট ভিডিও দেখুন এখানে: https://youtu.be/EgUn2b7Jv3g?si=bw1Tt_bKIgn9BhB2

ডিজএবিলিটি ল' প্যালালিগ্যাল কমিউনিটি অব প্র্যাকটিস

কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর সকল অংশগ্রহণকারী একটি প্যারালিগ্যাল কমিউনিটি অব প্র্যাকটিসের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তারা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ও একটি ফেসবুক প্রাইভেট গ্রুপের সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন আইনী ইস্যুতে আলাপ-আলোচনা ও বুদ্ধি-পরামর্শ করতে পারবেন। যেকোনো আইনী সমস্যা সমাধানে একযোগে কাজ করতে পারবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইন ও অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সম-সাময়িক আইনী তথ্যের আপডেট গ্রুপে শেয়ার করা হবে ফলে সকলেই এতদ বিষয়ে

আপডেটেড থাকতে পারবেন। এই কমিউনিটি অব প্র্যাকটিসের সদস্যগণের জন্য "প্যারালিগ্যাল আড্ডা" নামে মাসে একটি করে ওয়েবিনার আয়োজন করা হবে যাতে আইনী বিষয়গুলো চর্চায় রাখা যায়।

যোগাযোগ

- মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর: **+৮৮০ ১৭৩২১০৬৩৭৯**
- ইমেইল: dijla.bd2016@gmail.com

কোর্সে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হলে অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোর্স ফি পরিশোধ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করুন।